২। গ্রাসম্যান-এর সূত্র :-

হেরম্যান গ্রাসম্যান (১৮০৯-৭৭) ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করলেন যে, যদি দুটো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণ সংস্কৃত এবং ক্লাসিকাল গ্রীকে পরস্পরগত অক্ষর সমূহে ঘটে থাকে, তবে প্রথমটি পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হবে। সংস্কৃতে ঘোষ স্পর্শবর্ণে এবং গ্রীকে অঘোষ স্পর্শবর্ণে পরিণত হবে। উদাহরণ স্বরূপ,

IE *bhendh > OIA. bandh (বন্ধ্), Gk. penth (পেন্থ্)

IE *bheudh > OIA. bodh (বোধ্), Gk. peuth (পেউথ)

IE *dhēdhēmi > OIA. dādhāmi (দধামি), Gk. tithēmi (তিথেমি)।

গ্রাসম্যানের সূত্র মোটামুটিভাবে অসমীভবন এবং এখানে গ্রীমের সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে OIA. bodhati এবং Goth. biudan এবং OHG. bēotun-এর মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। OIA এবং Goth-এর আদি b (ব) সম্বন্ধে ধাঁধা আছে। এই ধাঁধার সমাধান হয়েছে গ্রাসম্যানের সূত্রের দ্বারা। গ্রাসম্যানের এই সূত্রের সাহায্যে আমরা সংস্কৃত এবং গ্রীকের মধ্যে অর্থাৎ b এবং p, d এবং t -এর মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক সমন্বয় সাধন করতে পারি। গ্রীকে এই ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি, অঘোষ ph (ফ) এবং th (থ) দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

OIA -এর আক্ষরিক দ্বিরুক্তির (reduplication) ক্ষেত্রে গ্রাসম্যানের সূত্র খুব প্রযোজ্য। যেমন—

খন্ > চখান

স্থা > তিষ্ঠতি

হন্ > জঘান

ফল > পফাল

গ্রীকের আক্ষরিক দ্বিরুক্তির ক্ষেত্রেও গ্রাসম্যানের এই সূত্র খুবই সক্রিয়। যেমন—

thallō (থল্লো) > tithēla (তিথেল)

phēmi (ফেমি) > pephasmai (পেফস্‌মই)

Scanned with CamScanner